The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol.1 No.2 August, 2008
Page : 157-168 Published on August 2009 © Registrar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

বাংলা উপসর্গের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

খন্দকার খায়রুন্নাহার

প্রভাষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

In Bengali an upasarga- a special kind of prefix- is a vibrant element which is determined as bound morpheme in a morphological consideration. If words are analyzed structurally, the result is outnumbered words, which are mainly constructed by such a prefix. More specifically, most of the terms in Bengali are created with the help of these prefixes. Thus, the main goal of this paper is to provide a structural interpretation of such bound morphemes enriching the words in Bengali.

***Key words:** prefix, bound morpheme, class changing, class maintaining, morphology*

বাংলা ভাষার রূপগত স্তরের অন্যতম প্রধান আলোচ্য উপসর্গ। রূপতাত্ত্বিক বিবেচনায় উপসর্গ বদ্ধ রূপমূল (bound morpheme) হিসেবে পরিচিত।

প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণে উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতো এবং শব্দের পূর্বেই যে তা বসবে এমন বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না (পার্বতীচরণ, ১৯৯৮)। মধ্যভারতীয় আর্যস্তরে এ উপসর্গের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হলেও নব্যভারতীয় আর্যস্তর থেকে তা শব্দগঠনের অন্যতম ভাষিক উপাদান হিসেবে অপরিবর্তিতভাবে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে স্থান পেয়েছে।

বাংলাভাষাকে সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের সূচনা বিগত শতক থেকে হলেও উপসর্গ বিষয়ক আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ তেমন পরিলক্ষিত হয় না। বলা যায়, সেই অপূর্ণতার উপলব্ধিই বর্তমান প্রবন্ধ রচনার উৎস। এখানে বাংলা উপসর্গের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

১. প্রথাগত ব্যাকরণে উপসর্গ

ভারতীয় সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে গড়ে ওঠা বাংলা ব্যাকরণই প্রথাগত ব্যাকরণ নামে পরিচিত। এ ব্যাকরণের শব্দতত্ত (morphology) অংশের প্রধান আলোচ্য শব্দগঠন প্রণালি। শব্দের বিভিন্ন ধরনের গঠন প্রণালির মধ্যে উপসর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৯০৯: ৬১) উক্তিতেও তা উপলব্ধি করা যায়:

> "মাছের ক্ষুদ্র পাখনাকে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহাদেরই চলনা দ্বারা মাছ দক্ষিণে বায়ে সম্মুখে পশ্চাতে বিশেষ গতি লাভ করে। কেবল তাই নয়, প্রাণীতত্ত্ববিৎদের চোখে তাহা খর্বাকৃতি হাত পায়েরই সামিল। তেমনই য়ুরোপীয় আর্যভাষার prefix ও ভারতীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলি সাধারণত আমাদের চোখ এড়াইয়া যায় বলিয়া শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে তাহাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং তাহারা যে সম্ভবত আর্যভাষায় প্রথম বয়সে স্বাধীন শব্দরূপে ছিল এবং কালক্রমে খর্বতা প্রাপ্ত হইয়া পরাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ সংশয় আমাদের মনে স্থান পায় না।"

উপসর্গের সংজ্ঞার্থে বলা যায়: যে সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, তা-ই উপসর্গ। উপসর্গকে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৮৯: ১৭০) মতে,

> "সংস্কৃতে কতকগুলি অব্যয় শব্দ আছে, এগুলি ধাতুর পূর্বে বসে এবং ধাতুর মূল ক্রিয়ার গতি নির্দেশ করিয়া উহার অর্থের প্রসার, সঙ্কোচ বা অন্য পরিবর্তন আনয়ন করিয়া দেয়। এই অব্যয়গুলির মধ্যে কতকগুলি আবার নাম শব্দের সহিত কারকের সম্বন্ধকে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই রূপ অব্যয় শব্দকে উপসর্গ (prefix)বলে।"

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ(২০০৩: ২০) মনে করেন,

> "প্র, পরা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ধাতুর পূর্বে বসিয়া একই ধাতুর নানাবিধ অর্থ- প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ বলে।"

মুহাম্মদ এনামুল(১৯৫৩: ২৭)। হক উপসর্গের সংজ্ঞায় বলেছেন,

> "যে সকল অব্যয় শব্দ নাম শব্দের পূর্বে বসিয়া শব্দগুলির অর্থের সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোন পরিবর্তন সাধন করে ঐ সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ (prefix) বলে।"

মুনীর চৌধুরীর(২০০১: ৮) মতে,

> "বাংলা ভাষায় এমন কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলি অন্য শব্দের আগে বসে। ভাষায় ব্যবহৃত এ সব অব্যয় সূচক শব্দংশেরই নাম উপসর্গ।"

সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ, এনামুল হক, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের উপসর্গ বিষয়ক সংজ্ঞার্থের আলোকে বলা যায়:

১. উপসর্গ এক ধরনের অব্যয় এবং নতুন শব্দ গঠন করাই এদের কাজ।
২. এগুলি ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে ধাতু বা শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে, কখনো অর্থের বিশিষ্টতা দান করে আবার কখনো নতুন অর্থের সৃষ্টি করে।
৩. উপসর্গ মূলত কতগুলি অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি এবং এগুলির স্বাধীন ব্যবহার নেই।

২. উপসর্গের প্রথাগত শ্রেণীকরণ

উৎসগত বিবেচনায় বাংলা ভাষায় প্রচলিত উপসর্গসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাস্ত করা হয়:

বাংলা উপসর্গ; ২) সংস্কৃত উপসর্গ ও ৩) বিদেশী উপসর্গ

২.১. বাংলা উপসর্গ

আর্যদের আগমনের পূর্বে যেসব অনার্য জাতিগোষ্ঠী এদেশে বাস করতো তাদের ভাষা থেকে আগত উপসর্গ দেশী বা বাংলা উপসর্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর সংখ্যা ২১টি। যেমন - অ, অঘা, অজ , অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি , উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

২.২. সংস্কৃত উপসর্গ

সংস্কৃত থেকে আগত যেসব উপসর্গ তৎসম শব্দের পূর্বে বসে অথবৈচিত্র্য সাধন করে, সেগুলিই সংস্কত উপসর্গ। ২০টি সংস্কৃত উপসর্গ বাংলা ভাষায় প্রচলিত। যেমন- অতি, অধি, অনু, অপ,অপি, অভি, অব, আ, উদ, উপ, দুঃ, নি, নিঃ, পরা, পরি, প্রতি, প্র, বি, সম, সু, অন্তঃ

দেখা যাচ্ছে, আ, নি, বি, সু- এ চারটি উপসর্গ বাংলা এই সংস্কৃত উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই চারটি উপসর্গ বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাতে বর্তমান থাকলেও সংস্কৃত উপসর্গ তৎসম শব্দের পূর্বে এবং বাংলা উপসর্গ শুধুমাত্র দেশী শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি করে। যেমন–

বাংলা উপসর্গ	দেশী/বাংলা শব্দ	গঠিত শব্দ
আ	ছাঁটা	আছাঁটা
নি	খরচা	নিখরচা
বি	ফল	বিফল
সু	নাম	সুনাম

সংস্কৃত উপসর্গ	সংস্কৃত শব্দ	গঠিত শব্দ
আ	র্বতন	আবর্তন
নি	বারণ	নিবারণ
বি	শুদ্ধ	বিশুদ্ধ
সু	প্রভাত	সুপ্রভাত

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষায় উপসর্গযোগে শব্দতৈরির সুনির্দিষ্ট রীতি বর্তমান। এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটলে ভাষায় গুরুচণ্ডালি দোষ পরিলক্ষিত হয়। এই রীতিতে গঠিত শব্দে এক ধরনের সংরক্ষণপন্থী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলেও বাংলা শব্দের উৎস ও পরিচয় নির্ধারণে এটি একটি উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২.৩. বিদেশী উপসর্গ

বিভিন্ন কারণে আরবি, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা থেকে শব্দের সাথে সাথে কিছু উপসর্গ এসে বাংলা শব্দসম্ভার বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। খাঁটি বা কিছুটা বিকৃত উচ্চারণে ব্যবহৃত এসব উপসর্গ সুদীর্ঘকাল এভাষায় প্রচলিত থাকায় ‘ বেমালুম’ বাংলা ভাষায় মিশে গিয়েছে। যেমন –

ফারসি : কার, দর, নিম, ফি
আরবি: আম, খাস, লা, গর
ইংরেজি: ফুল, হাফ, হেড, সাব

৩. পারিভাষিক শব্দ ও উপসর্গ

পারিভাষিক শব্দ ভাষার শব্দসম্ভারকে সমৃদ্ধ করে। বিদ্যায়তনিক মণ্ডলে প্রতিনিয়ত নতুন শাস্ত্রের উদ্ভবের কারণে নতুন চিন্তা ও ভাবনার আগমন ঘটছে। এগুলোর বৈজ্ঞানিক

ভাষারূপ প্রদানের প্রয়োজনে নতুন পরিভাষার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাভাষার পারিভাষিক শব্দের দিকে তাকালে এ সত্য প্রতীয়মান হয় যে, উপসর্গ একটি সৃষ্টিশীল এবং বহুল ব্যবহৃত ব্যাকরণিক উপাদান। বাংলা পারিভাষিক শব্দের সিংহভাগ গঠিত হয়েছে উপসর্গযোগে। যেমন –

উপসর্গ	**মূলশব্দ**	**পারিভাষিক শব্দ**
প্র	Engineer	প্রকৌশলী
উৎ	Launching	উৎক্ষেপণ
অব	Subconscious	অবচেতন
অভি	Accused	অভিযুক্ত
বি	Alternative	বিকল্প
উপ	By- product	উপজাত
বে	Radio	বেতার
সম	Editor	সম্পাদক
অনু	Grant	অনুদান
সু	Gold	সুবর্ণ
পরি	Planning	পরিকল্পনা
প্রতি	Report	প্রতিবেদন
অতি	Slump	অতিমন্দা
আ	Rotation	আবর্তন
অ	Archaic	অপ্রচলিত

৪. বাংলা উপসর্গ : রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে ধ্বনি পরবর্তী একক শব্দ (word) নয়, রূপমূল (morpheme) (রামেশ্বর 'শ, ১৯৮০)। উপসর্গকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, ন্যূনতম অর্থযুক্ত ভাষিক উপাদানই হলো রূপমূল (রামেশ্বর 'শ, ১৯৮০)। গঠনপ্রকৃতি ও অর্থদ্যোতনার ভিত্তিতে রূপমূলকে মুক্ত বা স্বাধীন রূপমূল (free morpheme) এবং বদ্ধ রূপমূল (bound morpheme) এ দুটি শাখায় বিভক্ত করা হয়। স্মরণীয়, বদ্ধ রূপমূল যেমন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তা মুক্ত রূপমূলের পূর্বে, মধ্যে বা পরে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে, উপসর্গের ক্ষেত্রেও তা-ই লক্ষণীয়। নিম্নের আলোচনায় তা আরো স্পষ্ট হবে।

৪.১. বদ্ধ রূপমূল হিসেবে উপসর্গ

বাংলা ভাষার উপসর্গ নামধারী বদ্ধ রূপমূলগুলি মুক্ত রূপমূলের পূর্বে বসে এর অর্থকে পরিবর্তিত করে এবং নতুন অর্থ তৈরি করে। উপর্সগকে আদ্য প্রত্যয় (prefix)ও বলা যায় । রূপমূল গঠনে মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূলের সংযুক্তির ফলে নবগঠিত রূপমূলের ব্যাকরণ বা পদগত পরিবর্বতনকে দুটি পর্যায়ে শ্রেণিকরণ করা হয়।

১. সম্প্রসারিত রূপমূল **(inflectional morpheme)**
২. সাধিত রূপমূল **(derivational morpheme)**

মুক্ত রূপমূলের সাথে বদ্ধ রূপমূল যুক্ত করার পর বিভিন্ন ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য যেমন– ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, কারক, প্রভৃতি দিকনির্দেশ করলে তা হবে সম্প্রসারিত রূপমূল।

পক্ষান্তরে, মুক্ত রূপমূলের সাথে বদ্ধ রূপমূল যোগে গঠিত রূপমূলে ব্যাকরণগত পদবিন্যাসের অর্থগত দিক নির্দেশ করলে তা হয় সাধিত রূপমূল । সাধিত রূপমূল ভাষায় অধিক গুরুত্ব বহন করে। কেননা এর সাহায্যে ভাষার রূপমূল ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

বদ্ধ রূপমূলের উপরিউক্ত বিভাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বাংলা উপসর্গগুলি এক ধরনের সাধিত রূপমূল। ফলে উপসর্গ বা আদ্যপ্রত্যয় মুক্ত রূপমূলের সাথে যুক্ত হয়ে সাধিত রূপমূল গঠন করে এবং লক্ষ করা যায়, মুক্ত রূপমূল এবং নবগঠিত সাধিত রূপমূলে কখনো পদগত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কখনো তা অপরিবর্তিত থাকে। পদের এই পরির্তনের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে আদ্য প্রত্যয় বা উপসর্গকে দুটি শ্রেণীতে বিভাজন করা যায় –

১. পদ পরিবর্তক **(class changing)**
২. পদ রক্ষক **(class maintaining)**

১. পদ পরিবর্তক উপসর্গ (class changing)

মুক্ত রূপমূলের সাথে যে সব আদ্য প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নবগঠিত রূপমূলের পদগত পরিবর্তন সাধন করে তা এ শ্রেণিভুক্ত।

২. পদ রক্ষক উপসর্গ (class maintaining)

মুক্ত রূপমূলের সাথে যে সব আদ্য প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সংযুক্ত রূপমূলের পদ অক্ষুণ্ন রাখে তা পদরক্ষক উপসর্গ। নিচে ১নং সারণিতে বাংলা, ২নং সারণিতে সংস্কৃত, ৩নং সারণিতে বিদেশী এবং ৪নং সারণিতে পারিভাষিক শব্দের পদ পরিবর্তক ও পদ রক্ষক উপসর্গের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো:

উপসর্গ / আদ্যপ্রত্যয়	মূলশব্দ/ মুক্ত রূপমূল	পদশ্রেণি	নবগঠিত রূপ	পদশ্রেণি	পদ পরিবর্তক (পপ) পদরক্ষক (পর)
অ	কেজো	বিশেষণ	অকেজো	বিশেষণ	পর
অঘা	রাম	বিশেষ্য	অঘারাম	বিশেষণ	পপ
অজ	মূর্খ	বিশেষণ	অজমূর্খ	বিশেষণ	পর
অনা	বৃষ্টি	বিশেষ্য	অনাবৃষ্টি	বিশেষ্য	পর
আড়	নয়ন	বিশেষ্য	আড়নয়ন	বিশেষণ	পপ
কু	চিন্তা	বিশেষ্য	কুচিন্তা	বিশেষ্য	পর
স	লাজ	বিশেষ্য	সলাজ	বিশেষণ	পপ
পাতি	লেবু	বিশেষ্য	পাতিলেবু	বিশেষ্য	পর
ভর	দুপুর	বিশেষ্য	ভরদুপুর	বিশেষণ	পপ
রাম	বোকা	বিশেষণ	রামবোকা	বিশেষণ	পর
হা	ভাত	বিশেষ্য	হাভাত	বিশেষ্য	পর
আব	ছায়া	বিশেষ্য	আবছায়া	বি/বিণ	পপ/পর
ইতি	কথা	বিশেষ্য	ইতিকথা	বিশেষ্য	পর

সারণি ১ বাংলা উপসর্গ

উপসর্গ / আদ্যপ্রত্যয়	মূলশব্দ/ মুক্ত রূপমূল	পদশ্রেণি	নবগঠিত রূপ	পদশ্রেণি	পদ পরিবর্তক(পপ) পদরক্ষক (পর)
অতি	লৌকিক	বিশেষণ	অতি লৌকিক	বিশেষণ	পর
অনু	কূল	বিশেষ্য	অনুকূল	বিশেষণ	পপ
অপ	ব্যয়	বিশেষ্য	অপব্যয়	বিশেষ্য	পর
অধি	বর্ষ	বিশেষ্য	অধিবর্ষ	বিশেষ্য	পর
অপ	সংস্কৃতি	বিশেষণ	অপসংস্কৃতি	বিশেষণ	পর
পরি	শুদ্ধ	বিশেষ্য	পরিশুদ্ধ	বিশেষ্য	পপ
দুঃ	চরিত্র	বিশেষ্য	দুশ্চরিত্র	বি/বিণ	পর/পপ
প্র	শাখা	বিশেষ্য	প্রশাখা	বিশেষ্য	পর
পরা	বর্তন	বিশেষ্য	পরাবর্তন	বিশেষ্য	পর
উপ	শিরা	বিশেষ্য	উপশিরা	বিশেষ্য	পর
নি:	অক্ষর	বিশেষ্য	নিরক্ষর	বিশেষণ	পপ
বি	স্বাদ	বিশেষ্য	বিস্বাদ	বিশেষণ	পপ
সু	শ্রী	বিশেষ্য	সুশ্রী	বিশেষণ	পপ
প্রতি	শব্দ	বিশেষ্য	প্রতিশব্দ	বিশেষ্য	পর

সারণি ২ সংস্কৃত উপসর্গ

উপসর্গ / আদ্যপ্রত্যয়	মূলশব্দ/ মুক্ত রূপমূল	পদশ্রেণি	নবগঠিত রূপ	পদশ্রেণি	পদ পরিবর্তক (পপ) পদরক্ষক (পর)
হর	রোজ	বিশেষ্য	হররোজ	বিশেষণ	পপ
আম	জনতা	বিশেষ্য	আমজনতা	বিশেষণ	পপ
গর	হাজির	বিশেষণ	গরহাজির	বিশেষণ	পর
লা	পাত্তা	বিশেষ্য	লাপাত্তা	বিশেষ্য	পর
বাজে	খবর	বিশেষ্য	বাজেখবর	বিশেষণ	পপ
খাস	মহল	বিশেষ্য	খাসমহল	বিশেষণ	পপ
সাব	জজ	বিশেষ্য	সাবজজ	বিশেষ্য	পর
ফি	বছর	বিশেষ্য	ফিবছর	বিশেষণ	পপ
ব	কলম	বিশেষ্য	বকলম	বিশেষ্য	পর
বদ	মেজাজ	বিশেষ্য	বদমেজাজ	বিশেষ্য	পপ
না	বালক	বিশেষ্য	নাবালক	বিশেষণ	পপ
কার	খানা	বিশেষ্য	কারখানা	বিশেষ্য	পর
হাফ	হাতা	বিশেষ্য	হা্ফহাতা	বিশেষণ	পপ
ফুল	বাবু	বিশেষ্য	ফুলবাবু	বিশেষ্য	পর

সারণি ৩ বিদেশী উপসর্গ

আদ্য প্রত্যয়	মূলশব্দ/ মুক্ত রূপমূল	পদশ্রেণি	নবগঠিত রূপ	পদশ্রেণি	মূল শব্দ	পদ পরিবর্তক (পপ) পদরক্ষক (পর)
প্র	কৌশলী	বিশেষ্য	প্রকৌশলী	বিশেষ্য	Engineer	পর
সম	প্রচার	বিশেষ্য	সম্প্রচার	বিশেষ্য	Broadcast	পর
অভি	ভাষণ	বিশেষ্য	অভিভাষণ	বিশেষ্য	Address	পর
অতি	প্রাকৃত	বিশেষ্য	অতিপ্রাকৃত	বিশেষণ	Super natural	পপ
উপ	যুক্ত	বিশেষণ	উপযুক্ত	বিশেষণ	Fair	পর
অ	বাধ্য	বিশেষণ	অবাধ্য	বিশেষণ	Disobedient	পর
পরি	দর্শক	বিশেষণ	পরিদর্শক	বি/বিণ	Inspector	পর/পপ
কু	প্ররোচনা	বিশেষ্য	কুপ্ররোচনা	বিশেষণ	Abetment	পপ
নি	বারণ	বিশেষ্য	নিবারণ	বিশেষ্য	Prevention	পর
প্রতি	যোজন	বিশেষ্য	প্রতিযোজন	বিশেষ্য	Adoption	পর
আ	বাসন	বিশেষ্য	আবাসন	বিশেষ্য	Housing	পর
বে	আইনি	বিশেষণ	বেআইনি	বিশেষণ	Unclaimed	পর
কার	বার	বিশেষ্য	কারবার	বিশেষ্য	Business	পর
অতি	মুনাফা	বিশেষ্য	অতিমুনাফা	বিশেষণ	Extra profit	পপ
অতি	কথা	বিশেষ্য	অতিকথা	বিশেষণ	Myth	পপ
অ	সামর্থ	বিশেষণ	অসামর্থ	বিশেষ্য	Disability	পপ
পরি	বর্ধিত	বিশেষ্য	পরিবর্ধিত	বিশেষণ	Enlarged	পপ
প্রতি	রূপ	বিশেষ্য	প্রতিরূপ	বি/বিণ	Facsimile	পপ/পর

সারণি ৪ পারিভাষিক শব্দ

৫. বৃক্ষচিত্র ও উপসর্গ

দুটি পদ পরিবর্তক ও পদ রক্ষক উপসর্গ যথা – *অজপুকুর* ও *বিপথ* এর অভ্যন্তর গঠন নিম্নের বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

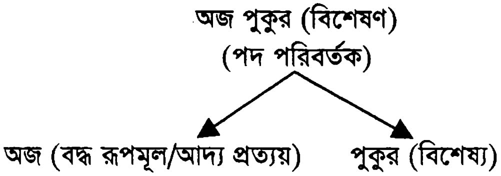
অজ পুকুর (বিশেষণ)
(পদ পরিবর্তক)
অজ (বদ্ধ রূপমূল/আদ্য প্রত্যয়)
পুকুর (বিশেষ্য)

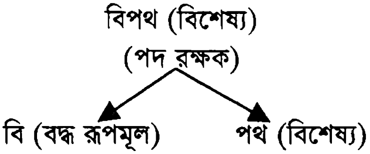
বিপথ (বিশেষ্য)
(পদ রক্ষক)
বি (বদ্ধ রূপমূল)
পথ (বিশেষ্য)

যেহেতু উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত শব্দের প্রতিটিতেই উপসর্গ সংশ্লিষ্ট পদের অর্থ পরিবর্তনে (semantic change) প্রধান ভূমিকা পালন করে তা-ই রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপসর্গকে উক্ত সক্রিয় ও প্রাধান্য বিস্তারী রূপমূল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন-

বদ্ধ রূপমূল	মুক্ত রূপমূল	নতুন অর্থ বিশিষ্ট রূপমূল
অতি	প্রাকৃত	অতিপ্রাকৃত
বে	আইনি	বেআইনি
বদ	মেজাজ	বদমেজাজ
ভর	দুপুর	ভরপুদুর
বি	স্বাদ	বিস্বাদ

নিম্নে পদে সক্রিয় ও প্রাধান্য বিস্তারী রূপমূল হিসেবে উপসর্গের অভ্যন্তর গঠন দেখানোর জন্য বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

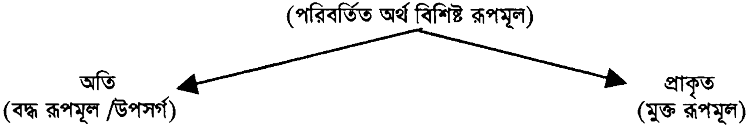
অতি প্রাকৃত
(পরিবর্তিত অর্থ বিশিষ্ট রূপমূল)
অতি
(বদ্ধ রূপমূল /উপসর্গ)
প্রাকৃত
(মুক্ত রূপমূল)

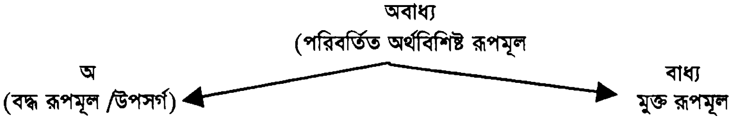
অবাধ্য
(পরিবর্তিত অর্থবিশিষ্ট রূপমূল
অ
(বদ্ধ রূপমূল /উপসর্গ)
বাধ্য
মুক্ত রূপমূল

উপরের উদাহরণসমূহ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উপসর্গের সাহায্যে গঠিত শব্দের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপসর্গ অর্থাৎ, পূর্বপদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্বপদ বা উপসর্গ মূলপদের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করছে।

উপসংহার

প্রাচীন ভারতীয় আর্যস্তরে উপসর্গগুলির স্বকীয় অস্তিত্ব থাকলেও কালক্রমে উপসর্গের এই বৈশিষ্ট্য লোপ পায় এবং ক্রমশ এটি ধাতু বা শব্দের পূর্বগামী হয়ে ওঠে (পার্বতীচরণ, ১৯৯৮)। বাংলা ভাষার ব্যবহৃত তিন ধরনের উপসর্গই নতুন শব্দগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে পারিভাষিক শব্দ তৈরিতে উপসর্গ অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, বদ্ধ রূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত উপসর্গগুলি কখনো মুক্ত রূপমূলের 'পদপরিবর্তক' কখনো বা 'পদরক্ষক' এর ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, বাংলা শব্দগঠনে একটি সচেতন ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া উপসর্গ, শব্দের রূপগত সৌন্দর্য বিধানের ক্ষেত্রেও এর উপযোগিতা রয়েছে; উপসর্গ সহযোগে বাংলা ভাষায় শুধু অতীতেই শব্দ সৃষ্টি হয়নি, বর্তমানে ও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জি

হুমায়ুন আজাদ. ১৯৮৪. *বাক্যতত্ত্ব* . ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা
বশীর আল হেলাল .১৯৭৫. *প্রশাসনিক পরিভাষা*. ঢাকা: বাংলা একাডেমী
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় .১৯৮৯. *ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*. কলকাতা: রূপা অ্যান্ড কোম্পনী
শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য .১৯৯৮. *বাংলা ভাষা*. কলকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ .২০০২. *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*. ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স
রামেশ্বর শ' .১৯৮০. *সাধারন ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*. কলকাতা: পুস্তক বিপনি
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ .২০০৩. *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*. ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স
Bloomfield, L. 1968. *Language*. New York: Holt, Rinehard and winston.
Hockett, C. F. 1970. *A Course in Modern Linguistics*. New York: Macmillan co
Matthews. P.H .1974 *Morphology*. Cambridge University press,
Nida Eugene A. 1965. *Morphology*. Ann Arbor: The University of Michigan Press

---

Email Contact: kh_tanna@hotmail.com